দৈনিক ইত্তেফাক
তারিখ 29 OCT 1989
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৮
110

ক্রীড়া শিক্ষার গুরুত্ব

আবুল কাশেম শিকদার

একটি জাতির সুন্দর পটভূমি নির্মাণের জন্য সামগ্রিক সুস্বাস্থ্য সৃষ্টির লক্ষ্যে ক্রীড়া শিক্ষার গুরুত্ব ও তাৎপর্য যে কতটুকু সুদূর প্রসারী সে কথা সকলেই অনুধাবন করতে পারবেন। জাতির চৈতন্যকে বলিষ্ঠ ও মননকে উদার করার জন্য খেলাধুলার চর্চা অব্যাহত রাখা একান্ত অপরিহার্য। আমাদের চলমান জীবনের দিকে যদি আমরা গভীরভাবে দৃষ্টিপাত করি তাহলে এই ক্ষেত্রে আমাদের ব্যর্থতা মূল্যায়ন করাও যে হচ্ছে না আর হলেও কতটা হচ্ছে তা দিবা সত্যের মত প্রতিভাত হবে।

ক্রীড়া শিক্ষা কি এবং কেন? জাতির জীবনে এর অপরিহার্যতা কোথায় এই সব সরল প্রশ্নের উত্তর অন্বেষণ করবার পূর্বে আমাদের ক্রীড়াংগনের দিকে ফিরে তাকানো যেতে পারে। ৪৬০টি উপজেলা ৬৪টি জেলার সমন্বয়ে এক লক্ষ তেতাল্লিশ হাজার নয়শত আটানব্বই বর্গ কিলোমিটার আয়তনে যে বাংলাদেশ যার লোক সংখ্যা প্রায় ১১ কোটি তার ক্রীড়াঙ্গন কতদূর বিস্তৃত, কতগুলো তার খেলার মাঠ, কতগুলো তার জিমন্যাসিয়াম, সুইমিং পুল ও ষ্টেডিয়াম এসব পরিসংখ্যানে যেয়ে লাভ নেই। শুধু এটুকু বলা যায়, জেলা পর্যায়ে ক্রীড়া সংস্থা রয়েছে, বিভাগে বড় কমিটি আছে আর খোদ রাজধানীতে শক্তিশালী বেশ কিছু ফেডারেশন রয়েছে। যাঁরা এদেশের ক্রীড়া পরিচালক, নিয়ন্ত্রক তথা ভাগ্য নির্ধারক। প্রকৃত প্রস্তাবে যারা এদেশের ক্রীড়া জগতের প্রতিভূ। রাজধানী ভিত্তিক খেলাধুলার ফলবান বৃক্ষটিতে সবাই সার ও সেচ দিচ্ছেন। সারা দেশে ফিরে তাকাচ্ছেন কজন? খেলাধুলা এদেশের গ্রামে গঞ্জের মাঠে-ময়দানে অনুষ্ঠিত হচ্ছে। ব্যক্তিগত উদ্যোগে কখনও বা বন্ধুবান্ধব মিলে, কখনও বা সমিতি ক্লাবের পৃষ্ঠপোষকতায়। মফস্বল ভিত্তিক ক্রীড়াংগন সারা দেশে ছড়িয়ে আছে। তবে সময়ে সবল কখনও বা অচল অসাড় ও স্থবির হয়ে পড়ে থাকে। এসবের মূল কারণ কি? আর্থিক দীনতা পৃষ্ঠপোষকতার অভাব নাকি ক্রীড়া শিক্ষার গুরুত্ব হীনতা?

সত্যিকার অর্থে এর কারণ অনুসন্ধানে ব্যাপৃত হলে উপরোক্ত সবগুলি কথাই ঠিক হবে। তবে সর্বাগ্রে ক্রীড়া শিক্ষার গুরুত্বকে স্থান দেয়া যেতে পারে। ক্রীড়া শিক্ষার গুরুত্ব ও তাৎপর্য যদি দেশজুড়ে বহমান হতো তাহলে উপজেলা প্রশাসন থেকে শুরু করে জেলা প্রশাসন এবং তদনুযায়ী দেশের সার্বিক ক্রীড়া কর্মকাণ্ডে ক্রীড়ানুশীলন সমধিক মর্যাদা পেত। আজ দেশে ক্রীড়া সংবাদ হয় প্রধান অতিথি কে ছিলেন, ছবি ছাপা হয় কে পুরস্কার প্রদান করেছেন তার। এমন কেন হবে? প্রতিযোগিতায় প্রথম কে হল তার সংবাদ নেই, যিনি পুরস্কার দিচ্ছেন তাঁর সংবাদ এবং তাও যদি ক্রীড়া ব্যক্তিত্ব হতো তাহলেও কোন ভাবে মেনে নেয়া যেতো। আসল কথা এ ক্ষেত্রে আমাদের চেতনার পরিবর্তন প্রয়োজন। উন্নত বিশ্বের দিকে তাকানো প্রয়োজন। ক্রীড়া দেশ পরিচিতির সুযোগ সৃষ্টি করে। দেশের ক্রীড়াংগনকে সুন্দর ও সবল করতে হলে ক্রীড়া শিক্ষার প্রসার ঘটাতে হবে।

সম্প্রতি সরকার ক্রীড়া নীতি প্রকাশ করেছেন, অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত শারীরিক শিক্ষা তথা খেলাধুলার ব্যবস্থা রাখার কথা সেখানে বলা হয়েছে। কিন্তু এ খেলা যাঁরা শেখাবেন তাঁরা কারা? শারীরিক শিক্ষা কলেজ থেকে যারা বেরিয়ে আসছেন তারাইতো। তাঁদের সেই সুযোগ কোথায়? বিপিএড নিয়ে বৎসারান্তে বাৎসরিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা, আর সারা বছর শ্রেণীকক্ষে অন্য বিষয়ের শূন্যস্থান পূরণ করা। শারীরিক শিক্ষার সিলেবাস এক বছরের। ছুটিছাটা বাদ দিয়ে ১০ মাস। এ সময়ে সর্ব বিষয়ে জ্ঞানদান, সীমিত সম্পদে অনুশীলন ফলে প্রকৃতপক্ষে কিছুই হচ্ছে না। যে কজন ভাল খেলোয়াড় ক্রীড়ায় তাত্ত্বিক শিক্ষা নিতে গিয়েছেন সবাই শারীরিক পাঠ্যসূচীতে আধুনিকতার অভাব প্রত্যক্ষ করেছেন। ক্রীড়া শিক্ষায় অবশ্যই বাস্তব অনুশীলনে দক্ষতার স্পর্শ থাকা প্রয়োজন। সেই সাথে যে কোন একটি খেলায় ডিপ্লোমা দেবার ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। যেমনটি বিশ্ববিদ্যালয়ে রয়েছে।

সম্মান একটি বিষয়ে দেয়া হয়। তাহলে বাস্তবে এখান থেকে বেরিয়ে গিয়ে তারা ক্রীড়া পরিদপ্তর কিংবা সরকারের ক্রীড়া প্রশাসনের অধীনে দেশের ক্রীড়াঙ্গনকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত করতে পারবেন। উদ্যোগ নেয়া যেতে পারে বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ক্রীড়া স্নাতক ডিগ্রীর ব্যবস্থা চালু করার সেখানে ৬ বছর বাস্তব প্রশিক্ষণ নেবার সাথে ছাত্ররা উচ্চ মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত পড়তে পারছে। ডিগ্রী চালু হলে উৎসাহী অনেকেই ভর্তি হবে। যে কোন ১টি খেলাকে প্রাধান্য দিয়ে স্নাতক কোর্স খোলা

(৭ম পৃঃ দ্রঃ)

বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের বোলিং নমুনা

ক্রীড়া শিক্ষার গুরুত্ব

(৫ম পৃঃ পর)

যেতে পারে। বাংলা ইংরেজীর পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট খেলার ইতিহাস খেলার কৌশল ও পদ্ধতি, খেলা পরিচালন ও নির্দেশন, ক্রীড়া প্রশাসন, ক্রীড়া বিজ্ঞান, ক্রীড়া মনস্তত্ত্ব, শারীরিক শিক্ষা, আন্তর্জাতিক ক্রীড়াংগন ইত্যাদি বিষয়ের প্রতিটিতে পুংখানুপুংখ বিশ্লেষণ করে এ কার্যক্রম চালু করা হলে দেশে শিক্ষিত কোচের অভাব দূর হবে। দেশের ক্লাসগুলো উন্নত ও দক্ষ কোচ পাবে। ভারতের পাতিয়ালায় কোচিং-এ ডিপ্লোমা দেয়া হচ্ছে। বাংলাদেশ থেকে বৃত্তি নিয়ে অনেকেই যাচ্ছেন। ফিরে এসে ক'জন ক্রীড়াংগনে নিজেকে সচল রাখছেন। অথচ ভারতে স্পোর্টস অথরিটি অব ইণ্ডিয়া-এর অধীনে বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত কোচকে বিভিন্ন স্কুলে প্রেরণে নিয়োগ করা হচ্ছে। তিনি সেখানে এলাকা ভিত্তিক বিভিন্ন স্কুলের ছেলেদের নিয়ে প্রশিক্ষণ দিচ্ছেন তারপর ভাল খেলোয়াড়দের তালিকা প্রস্তুত করে কর্তৃপক্ষের কাছে অবগত করেছেন।

জাতিগত বৈশিষ্ট্য আমাদেরকে বিশ্বের দরবারে উঁচু করতে হলে ক্রীড়াংগনকে বেছে নেয়া যায়। কেননা ১১ কোটি লোকের দেশ থেকে পরিকল্পনা থাকলে দক্ষ খেলোয়াড় কেন তৈরী করা যাবে না। প্রয়োজন প্রশিক্ষণ, প্রয়োজন তারজন্য পরিকল্পনা ও তার সঠিক বাস্তবায়ন। দেশের মধ্যে সুস্থ সুন্দর জীবন প্রণালী যেমন ক্রীড়াংগনের সজীবতা থেকে আসতে পারে তেমনি আন্তর্জাতিকভাবেও সুনাম আমরা আনতে পারি। সে কারণে আমাদের ক্রীড়া শিক্ষায় গুরুত্ব আরোপ করা উচিত সদাসয় সরকার সম্প্রতি এদিকটায় ভাবছেন। এখন শুধু আমাদের উদ্যোগ ও কিছুটা আত্মত্যাগ করা প্রয়োজন। পরিকল্পনা প্রণয়নের পাশাপাশি কঠোর পরিশ্রম, প্রশিক্ষণ ও শৃংখলার মধ্য দিয়ে তাকে সফলতার পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। মাঠ পর্যায়ের প্রশাসন থেকে শুরু করে ক্রীড়া প্রেমিক ও জাতীয় পর্যায়ের ক্রীড়া ব্যক্তিত্বদের এ নিয়ে কাজে নামাতে হবে এবং সর্বক্ষেত্রে সমন্বয়ের দৃষ্টিভংগী থাকলে সে দিন দূরে নয় যেদিন এদেশ এশিয়াতে অলিম্পিকে পদকের তালিকায় নাম লেখাবে।